যুগান্তর

তারিখ 02 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

রাজধানীতে স্কুলগামী ৭৭% শিশু পর্নোগ্রাফি দেখে

যুগান্তর রিপোর্ট

সড়ক ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি শিশু মারা যাচ্ছে। ২০১৫ সালে ৮৯৬ শিশু সড়কসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ২০১৪ সালে মারা গেছে ৮৭৬ শিশু। রাজধানীতে ৭৭ শতাংশ স্কুলগামী শিশু পর্নোগ্রাফি দেখে। শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'বাংলাদেশ শিশু পরিস্থিতি ও বিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। সংগঠনটি ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুগান্তর, প্রথম আলো, সমকাল, ইত্তেফাক, ইংরেজি নিউ এজ ও ডেইলি স্টারে শিশুদের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে শিশুদের পরিস্থিতি তুলে ধরে। অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশ শিশু পরিস্থিতি সংবাদপত্র বিশ্লেষণ ও বিশেষজ্ঞ অভিমত' নামক একটি প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন, সংগঠনটির পরিচালক-গভর্ন্যান্স ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের কর্মসূচি সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল মামুন, বোর্ড সদস্য পারভীন মাহমুদ প্রমুখ।

রাজনীতিতে শিশুদের ব্যবহার বন্ধের সুপারিশ জানিয়ে ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, রাজনীতিতে শিশুদের ব্যবহার চিরতরে বন্ধ করতে হবে। এতে শিশুরা বিপথগামী হচ্ছে। রাজনীতির বিভিন্ন কর্মসূচির নামে শিশুদের দিয়ে মাদক বহনসহ অস্ত্র পর্যন্ত বহন করা হচ্ছে। এসব শিশুরা সিগারেট থেকে শুরু করে মারাত্মক মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। সব রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি আসা দরকার যে, তারা কোনো অবস্থাতেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিশুদের ব্যবহার করবে না। ২০১৫ সালে রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা ১০৪। এর মধ্যে ১৫ শিশু মারা যায়। আহত হয় ৯১ শিশু।

মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে শিশুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করতে জানিয়ে শাহীন আনাম বলেন, শিশুরা আজ নিরাপদ নয়। শিশুরা আজ নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। শিশুদের ওপর নির্যাতন বন্ধে সরকারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষকে সবেতে হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, রাজধানীতে স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ ভাগ পর্নোগ্রাফি দেখে। এ হিসাব ২০১২ সালের একটি সমীক্ষার। বর্তমানে এ সংখ্যা আরও বেশি এটা নিশ্চিত। বক্তারা বলেন, ২০১৫ সালে ২৯০ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। যার মধ্যে ৪১ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ২৪৯ শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ ছেলে শিশু এবং ২৮২ মেয়ে শিশু ছিল। ৮ ছেলে শিশু মাদ্রাসার শিক্ষক ও বন্ধুদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ৯ শিশু পর্নোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি ও প্রচারের হুমকিতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।